শহরের পাঁচ হাসপাতাল ঘুরে ঠাঁই হিন্দমোটরে

অনুপ চট্টোপাধ্যায়

সেই চেনা ছবির কোনও বদল নেই।

সরকারি হাসপাতালকে 'মানবিক' করতে খোদ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী যতই তৎপর হোন, কাজের কাজ যে কিছু হচ্ছে না, তা ফের হাতেনাতে প্রমাণ হয়ে গেল। শিরদাঁড়ায় চোট পেয়ে নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে যাওয়া ভাইকে নিয়ে শুক্রবার দুপুর থেকে কলকাতার তিনটি মেডিক্যাল কলেজ-সহ চারটি হাসপাতালে ঘুরে কোথাও ভর্তি করতে পারলেন না পূর্ব মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা শশাঙ্ক মাইতি। একটি মেডিক্যাল কলেজে বহু কষ্টে ভর্তি করা গেলেও মিলল না চিকিৎসা। শেষ পর্যন্ত গভীর রাতে কলকাতা ছেড়ে হিন্দমোটর কারখানার হাসপাতালে ঠাঁই হয় শশাঙ্কবাবুর ভাই শিবপ্রসাদের।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধেয় পলাশপুরের ফাজেলপুরে গ্রামের বাড়িতে চালের বস্তা পিঠে পড়ে গুরুতর জখম হন বছর আঠারোর শিবপ্রসাদ। ওই রাতেই গ্রামের ডাক্তার বলেছিলেন, শহরে নিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। পিঠে বস্তা পড়ার পর থেকে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেননি শিবপ্রসাদ। বন্ধ হয়ে যায় প্রস্রাবও। রাত পোহাতেই শুক্রবার তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় তমলুকের হাসপাতালে। সেখানকার চিকিৎসক তাঁকে দেখে জানান, "এখানে কিছু হবে না। কলকাতায় যেতে হবে।"

'এখানে হবে না' কথাটা শোনার সেই শুরু। তমলুক হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে শিবপ্রসাদকে নিয়ে তাঁর তিন দাদা ও কাকা চলে আসেন কলকাতায়। শিবপ্রসাদের জেঠতুতো দাদা পিন্টু মাইতির কথায়, "বিকেল সাড়ে চারটেয় পিজি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে টিকিট করে ভাইকে নিয়ে ঢুকি। এক ডাক্তার দিদিমণি ভাইকে এক বার দেখেই টিকিটের উপর 'অ্যাডমিশন' লিখে দিলেন। ভাবলাম, এ বার তা হলে ভর্তি হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি বলেন, এই বিভাগের সব কিছু বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ট্রান্সফার করে দিচ্ছি, বাঙুরে নিয়ে যান।" পিন্টুবাবুদের আশঙ্কা ছিল, বাঙুরেও যদি একই কথা শুনতে হয়? আশ্বস্ত করে ওই চিকিৎসক বলেন, "ওখানে দিনরাত খোলা থাকে, পরীক্ষাও হয়।"

এসএসকেএম থেকে অ্যাম্বুল্যান্স এম আর বাঙুরে পৌঁছয় বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ। জরুরি বিভাগে ভর্তির টিকিট করানোর পর এক জন এসে শিবপ্রসাদের শরীরে একটা স্যালাইনের সুচ ঢুকিয়ে দেন। শিবপ্রসাদ তখন সোজা হতেই পারছিলেন না। শুশ্রূষা পেয়েছিলেন এটুকুই। একটু পরে এক চিকিৎসক শিবপ্রসাদকে পরীক্ষা করে বলেন, "এই রোগীকে এখানে কিছু করা যাবে না। পিজিতে নিয়ে যেতে হবে।" পিন্টুবাবুরা বলেন, "পিজি থেকেই তো এখানে পাঠাল!" শুনে ডাক্তারবাবু অবাক। তিনি বলেন, "তা হলে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যান।" সেখানে ভর্তি নেবে তো? জবাব মেলে, "অবশ্যই।"

আবার ছুট। টালিগঞ্জ থেকে পার্ক সার্কাস যেতে বেজে যায় সন্ধে ৭টা। রোগীকে দেখেই চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসকের প্রতিক্রিয়া, "এখানে কে আনতে বলেছে?" তাঁকে বলা হল বাঙুরের কথা। ডাক্তারবাবুও শুনিয়ে দিলেন। "কিছু করার নেই।" তা হলে কোথায় কিছু করা যাবে? পিন্টুবাবুরা জানিয়েছেন, একটু বিরক্ত হয়েই ওই ডাক্তারবাবু বলেন, "পিজিতে নিয়ে যান।" বাঙুরের 'সহৃদয়' চিকিৎসকটির মতো তাঁকেও জানানো হয় যে, পিজি ঘুরেই আহত ভাইটিকে নিয়ে তাঁরা চরকি পাক খাচ্ছেন। ডাক্তারের জবাবও তৈরি, "নীলরতনে নিয়ে যান।"

এ বার যেন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে থাকে। তবু নিজেদের সংযত রাখতে হয় যন্ত্রণাকাতর ভাইয়ের মুখ চেয়ে। অ্যাম্বুল্যান্স

শিবপ্রসাদ মাইতি। — নিজস্ব চিত্র

ছোটে শিয়ালদহের দিকে। তখন রাত আটটা। নীলরতন সরকার হাসপাতালের জরুরি বিভাগে শিবপ্রসাদের একটা এক্স-রে হয়। সেই এক্স-রে দেখে সেখানকার চিকিৎসকও দুপুর থেকে শুনে আসা কথাটাই আউড়ে দেন, "এখানে কিছু করা যাবে না।" "সব হাসপাতালেই তো ঘুরলাম, দয়া করে বলে দেবেন এ বার কোথায় যাব?" পিন্টুবাবুদের আর্জি শুনে আর জি করের রাস্তা দেখিয়ে দেন ডাক্তারবাবু। দিশেহারা অবস্থা। তবু রোগী নিয়ে অনেকটা পথ উজিয়ে আর জি করেই যেতে হয়। তখন বাজে সাড়ে ন'টা।

কিন্তু গিয়েই বা কী লাভ? বহু কাকুতি-মিনতিতেও আর জি করের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা যায়নি শিবপ্রসাদকে। হাসপাতাল চত্বরে হতাশায় নুয়ে পড়ে শরীরগুলো। কোনও ভাবে সংবাদমাধ্যমে খবরটা পৌঁছলে রাত দশটার পরে ভর্তি করা হয় শিবপ্রসাদকে। আর একপ্রস্ত নাটক শুরু এর পর। এ বার আর চিকিৎসক নন, রোগীর বিছানার পাশে থাকা হাসপাতাল-কর্মীরাই জানিয়ে দেন, "আজ আর কিছু হবে না। ডাক্তারবাবু কাল আসবেন। রিস্ক নিয়ে রাখতে চাইলে রাখতে পারেন।"

ওই কথার পরে সত্যিই আর কলকাতায় হাসপাতালকে ভরসা করার 'রিস্ক' নেননি শশাঙ্কবাবু-পিন্টুবাবুরা। পরিচিত এক চিকিৎসকের মাধ্যমে ভাইকে নিয়ে চলে যান হুগলির হিন্দমোটর কারখানার হাসপাতালে। রাত একটার পরে সেখানে ভর্তি করে শুরু হয় চিকিৎসা। আপাতত সেখানেই রয়েছেন শিবপ্রসাদ।

২৪ ঘণ্টা পরে গোটা ঘটনাটি শুনে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে মন্তব্য করেছেন এসএসকেএমের সুপার প্রভাস চক্রবর্তী। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন। এম আর বাঙুরে স্নায়ুর চিকিৎসার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও জেনেশুনে পিজি-র ওই চিকিৎসক শিবপ্রসাদকে সেখানে 'রেফার' করেছিলেন কেন? প্রভাসবাবু বলেন, "কোথায় কী রোগের চিকিৎসা হয়, তা না জেনে রোগীকে সেখানে পাঠানো ঠিক নয়।" তাঁর হাসপাতাল শিবপ্রসাদকে ফিরিয়ে দিয়েছে জেনে 'দুঃখিত' এম আর বাঙুরের সুপার শুভাশিস সাহা। তিনি বলেন, "জানতে পারলে একটু সুস্থ করে অন্যত্র 'রেফার' করার ব্যবস্থা করতাম।" আর জি করের সুপার ললিতকুমার বেদ আবার এসএসকেএম ওই রোগীকে ফেরানোয় 'অবাক'। তাঁর প্রশ্ন, "পাশেই তো বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজি। সেখানে পাঠানো হল না কেন?"

সদুত্তর নেই। আছে শুধু প্রশ্ন আর অসন্তোষের পাহাড়। হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হীরালাল কোনার বলছেন, "মুমূর্ষু রোগীকে ফেরানো যাবে না বলে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেওয়ার পরেই সরকার হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল, রোগী পরিষেবার কাঠামো উন্নত করা হবে। কিন্তু তা হয়নি। এখন বলির পাঁঠা হচ্ছেন ডাক্তাররা।" আবার ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখার প্রাক্তন সভাপতি সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, "কোন হাসপাতালে কত বেড খালি আছে, তার তালিকা সব মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে থাকা উচিত। এক সময়ে ডিসপ্লে বোর্ডও করা হয়েছিল। পরে তা অকেজো হয়ে পড়ে। সেই ব্যবস্থা থাকলে রোগীকে অযথা ঘুরতে হত না।"

সমস্যা হল, চাকাটাই যে ঘুরছে না। দিন কয়েক আগে পথ দুর্ঘটনায় আহত বৃদ্ধাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে গিয়ে কালঘাম ছুটেছিল এক পুলিশ অফিসারের। পরের দিনই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত জানান, পথ দুর্ঘটনায় আহত নিঃসঙ্গ ব্যক্তি বা আর্থিক ভাবে দুর্বলদের চিকিসার দায়িত্ব নেবে সরকার। যদিও সে দিনই সন্ধেয় পথ দুর্ঘটনায় আহত কলকাতা পুলিশের আর এক কর্তব্যরত অফিসার এসএসকেএমে প্রথমটায় চিকিসাই পাননি।

তাঁদের পর শিবপ্রসাদ মাইতি। সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ঘিরে জমতে থাকা অনাস্থা আর ক্ষোভের আরও একটি নাম।